পরিচর্যায় যখন বাধা আসে

প্রথম থিষলনীকীয় ২ অধ্যায় ১৭-২০ পদ

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে, "*Out of sight, Out of mind,*" যার সহজ অর্থ *“যখন কারুর সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, তখন তার কথা আমাদের মনেও থাকে না।”* একথা আমাদের প্রতি প্রযোজ্য হলেও, পৌলের সঙ্গে থিষলনীকীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের সম্পর্কে কিন্তু প্রযোজ্য নয়। কারণ, পৌলের সঙ্গে থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের শারিরীক উপস্থিতির দূরত্ব তৈরী হলেও, পৌলের মনে ও চিন্তায় এই সমস্ত নতুন বিশ্বাসীরা সর্বদা উপস্থিত ছিল। তাই, পৌলের সঙ্গে থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের সম্পর্ককে বর্ণনা করতে হলে, উপরের প্রবাদটির একটু পরিবর্তন করা প্রয়োজন, "*Out of sight, Not out of mind*"।

পত্রটির দ্বিতীয় অধ্যায় পৌল আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে শুরু করেছিল। পৌল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে থিষলনীকীতে ইহূদী ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে যে সমস্ত অপপ্রচার চালানো হয়েছিল, পৌল তাদের প্রত্যেকটিকে খণ্ডন করেছে এবং তাদের কাছে পৌলের পরিচর্যাকে স্তন্যদাত্রী মায়ের সঙ্গে, পিতার সঙ্গে তুলনা করার পর, পৌল তাদের কাছে স্বার্থচেষ্টা নয়, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার কথা জোর গলায় ব্যক্ত করেছে। এরপর ১৭ পদে পৌল কেন হঠাৎ তাদের মধ্যে নিজের অনুপস্থিতির কথাকে টেনে এনেছে, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

ধরা যেতে পারে, থিষলনীকীতে পৌলের অপপ্রচারকারীরা পৌলের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিভিন্ন অভিযোগ এনেছিল তাদের মধ্যে একটি অভিযোগ ছিল এই প্রকার: *“থিষলনীকীতে পৌল মাত্র কয়েক সপ্তাহ সুসমাচার প্রচারের সুযোগ পেয়েছিল। ওই অল্প সময়ের মধ্যে পৌল সেখানে প্রচার কাজ শেষ করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে বিরয়াতে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর বেশ কিছু দিন কেটে গেলেও পৌল থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের সঙ্গে পুনরায় দেখা করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করেনি। এর থেকে পরিষ্কার যে, থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের বিন্দুমাত্র চিন্তা বা ভালোবাসা নেই, পৌল কেবল নিজের স্বার্থই দেখেছে। তৎকালীন অন্যান্য ভ্রাম্যমান দার্শনিক প্রচারকদের ন্যায় পৌলও তার কনভার্টদের মাধ্যমে নিজের জীবনোপায় লাভের আশা করেছিল; কিন্তু তা পূর্ণ না হওয়ায়, পৌল তাদেরকে অনাথ করে ফেলে রেখে গেছে, তাদের প্রতি জন্মদাতার কোনও দায়িত্বই পালন করেনি।”* এই ছিল থিষলনীকীতে পৌলের বিরুদ্ধে সুসমাচার প্রচারে বাধাদানকারীদের মিথ্যা অভিযোগ। ধরা যেতে পারে, তীমথিয় বা সীলের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগের কথা পৌল শুনেছিল।

আর তাই, এই মিথ্যা অভিযোগকে খণ্ডন করে পৌল লিখেছে, ***“কিন্তু হে ভাই-বোনেরা, আমরা অল্পকালের জন্য হৃদয়ে নয়, কেবল প্রত্যক্ষে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন (বিরহিত, দূরবর্তী বা আলাদা) হবার পর অতিশয় আকাঙ্ক্ষা সহকারে তোমাদের মুখ দেখার জন্য আরও বেশি যত্ন করেছিলাম”*** (১থিষলনীকীয় ২:১৭)। এখানে, বিচ্ছিন্ন হবার জন্য পৌল যে গ্রিক শব্দটিকে (avporfanisqe,ntej) ব্যবহার করেছে, তার দ্বারা পিতামাতার মৃত্যুতে অনাথ শিশুর শোচনীয় পরিস্থিতিকে বর্ণনা করা হয়। একটু আগে পৌল নিজেকে তাদের কাছে স্তন্যদাত্রী মায়ের সঙ্গে (৭ পদ), এবং পিতার সঙ্গে (১১ পদ) তুলনা করেছিল। এখন প্রশ্ন হল, পৌল যদি থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদেরকে নিজের সন্তান জ্ঞান করে থাকত, তাহলে পৌল কীভাবে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে এতদিন কাটাতে পারল? পৌল কি তাদের অনাথ করে ফেলে রেখে যায়নি। এই অভিযোগকে খণ্ডন করে পৌল লিখেছে, থিষলনীকীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলস্বরূপ, থিষলনীকীয়রা নয়, কিন্তু পৌলের নিজের পরিস্থিতিই ***‘অনাথ’*** সন্তানের ন্যায় হয়েছে, যে পিতৃমাতৃহারা হয়েছে। পিতামাতাকে হারিয়ে অনাথ শিশু যেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনই, পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের থেকে দূরবর্তী হয়ে সেই কষ্ট অনুভব করে চলেছে। শিশু সন্তান যখন তার পিতামাতা থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়ে, তখন সেই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সন্তানের মনে একটিই মাত্র ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা কাজ করে থাকে, আর তা হল, পিতামাতার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার, তাদের মুখ দেখার। ঠিক একইভাবে, পৌল শারিরীক উপস্থিতির কথা চিন্তা করলে, থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের থেকে দূরবর্তী হয়েছে, ঠিক কথা, কিন্তু তাদের জন্য চিন্তা পৌলের হৃদয় থেকে কখনও দূরীকৃত হয়নি; পৌল সর্বদা তাদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার জন্য প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। যার অর্থ, পৌল কখনও ইচ্ছা করে তাদের সঙ্গে তার সাক্ষাতকে বিলম্বিত করেনি, বা কেবল কথায় তাদের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করেনি। না, তা নয়, পরিবর্তে, তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পৌল তার সর্বচেষ্টা প্রয়োগ করেছে। এই কথার দ্বারা, থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের প্রতি তার অনুভূতি কেমন ছিল, তা পৌল তার পত্রের পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছে।

খ্রীস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে এই সহভাগিতা এবং তার জন্য প্রবল ইচ্ছা বা আগ্রহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাসী আমাদের মধ্যে কি এই খ্রীস্টিয় সহভাগিতার ইচ্ছা বর্তমান। প্রভুর দিনে আমরা যখন মণ্ডলীতে মিলিত হই, তখন যে সমস্ত বিশ্বাসীদের মুখ আমরা সেখানে দেখতে পাই না, আমরা কি তাদের সঙ্গে খ্রীস্টিয় সহভাগিতা আকাঙ্ক্ষা করি? না-কি, খ্রীস্টিয় সহভাগিতাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি? ইব্রীয় ১০:২৫ পদে আমাদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, ***"নিজেরা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি- যেমন কারও কারও অভ্যাস, বরং পরস্পরকে চেতনা দিই; আর তোমরা সেই দিন যত বেশি সন্নিকট হতে দেখছ, ততই যেন বেশি এ বিষয়ে তৎপর হই।"*** বিশেষ করে, আমাদের মণ্ডলীতে যে সমস্ত নতুন বিশ্বাসী বা অন্বেষীরা আসেন, আমরা কি সত্যই তাদেরকে আমাদের খ্রীস্টিয় সহভাগিতার দ্বারা আকৃষ্ট করে থাকি? না-কি, তারা আমাদের মণ্ডলীতে আসে, কিন্তু কোনও আপ্যায়নই পায় না, নিজেদের অবাঞ্ছিত জ্ঞান করে ফিরে যায়, আর কখনও মণ্ডলীমুখো হয় না? এর জন্য বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সমান গুরুত্বপূর্ণ।

থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে পৌল এতোখানি আকাঙ্ক্ষী ছিল যে, কেবল একবার নয় কিন্তু একাধিকবার তাদের কাছে পৌঁছাতে পৌল চেষ্টা করেছিল। ১৮ক পদে পৌল লিখেছে, ***"কারণ, আমরা, বিশেষতঃ আমি পৌল, একাধিকবার তোমাদের কাছে যেতে ইচ্ছা করেছিলাম।"*** থিষলনীকীতে ইহূদী নেতাদের মদতে যে দাঙ্গা বেধেছিল, যার ফলস্বরূপ পৌল ও তার সঙ্গীরা থিষলনীকী থেকে বিরয়াতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল; তা স্মরণ করে পৌল ও তার সঙ্গীরা যে থিষলনীকীতে পুনরায় ফিরে যেতে ভয় পেয়েছিল বা ইতস্ততঃ করেছিল, তা নয়। পরিবর্তে, থিষলনীকীতে তাদের প্রচার এবং সুসমাচারের প্রতি সেখানকার লোকদের ইতিবাচক উত্তর পৌল ও তার সঙ্গীদেরকে সর্বদা তাদের বিষয় চিন্তা করতে, প্রার্থনা করতে ও তাদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার আগ্রহ যুগিয়েছিল। তাই, পৌল নিজে একাধিকবার তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেছিল। আমরা যখন সুসমাচার প্রচার করি, আমরা কি পৌল ও তার সঙ্গীদের অনুসরণ করে থাকি? খুবই দুঃখের বিষয়, যেখানেই আমরা সামান্য বাধার সম্মুখীন হই, সেখানে প্রভুর বাক্য কাজ করুক বা না-করুক, আমরা পুনরায় সেখানে যেতে ইচ্ছা করি না। আসুন, আমরা প্রার্থনা করি, *"প্রভু, তুমি আমাদের পৌলের ন্যায় নতুন বিশ্বাসীদের প্রতি স্নেহ দাও!"*

যাইহোক, পৌল যদিও থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা করেছিল, কিন্তু তার সেই ইচ্ছা এই পত্র লেখার পূর্বে বাস্তবায়িত হয়নি। ১৮ পদের শেষাংশে পৌল লিখেছে, ***". . . কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা দিল।"*** পৌল ও তার সঙ্গীদের থিষলনীকীতে আসার পথে শয়তান নির্দিষ্ট কোন্ বাধাকে প্রয়োগ করেছিল, তা যদিও পৌল স্পষ্ট করে এই পত্রে উল্লেখ করেনি; কিন্তু থিষলনীকীর বিশ্বাসী, যারা পৌলের এই পত্রের প্রথম পাঠক ছিল, তারা নিশ্চয়ই সেই সমস্ত বাধার কথা ভালোকরেই জানত। তাই, হয়তঃ পৌল সেই সমস্ত নির্দিষ্ট বাধার কথা এখানে লেখেনি। হতে পারে, শয়তান থিষলনীকী শহরের রাজনৈতিক নেতাদের এমন প্রভাবিত করেছিল যে, তারা যাসোনকে এই বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, প্রেরিতরা যদি ফিরে আসে, তাহলে তার সঙ্গে তাদের চুক্তি ভেঙ্গে যাবে (প্রেরিত ১৭:৯)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কিম্বা পৌল ও তার সঙ্গীদের শয়তান এমন সমস্যার সম্মুখীন করেছিল যে, তারা থিষলনীকীতে ফিরতে পারেনি। যাইহোক, নির্দিষ্ট বাধার কথা আমাদের জানা না থাকলেও, আমরা এখানে যে সত্য উপলব্ধি করি, তা হল, আমরা যখন সুসমাচার প্রচার করি, তখন শয়তান হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। যেখানে প্রভুর কাজ, সেখানে শয়তানের বাধা আসতে বাধ্য। কারণ, এটাই হল শয়তানের বৈশিষ্ট্য। ২করিন্থিয় ৪:৪ পদে তাকে *"এই যুগের দেব"* বলা হয়েছে; ইফিষীয় ২:২ পদে তাকে *"আকাশের কর্তৃতাধিপতি"* বলা হয়েছে; যোহন ৮:৪৪ পদে যীশু নিজে শয়তানকে *"আদি থেকে নরঘাতক, . . . তার মধ্যে সত্য নাই"* বলেছেন। ১পিতর ৫:৮ পদে বিশ্বাসী আমাদেরকে শয়তানের ধ্বংসমূলক কাজকে অস্বীকার করার বিষয় সতর্ক করা হয়েছে: *"তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাকে গ্রাস করবে, তার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।"* আবার, ইফিষীয় ৬:১২ পদে পৌল বিশ্বাসী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, *"রক্তমাংসের সঙ্গে নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সঙ্গে, কর্তৃত্ব সকলের সঙ্গে, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সঙ্গে, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাদের সঙ্গে আমাদের মল্লযুদ্ধ হচ্ছে।"*

এইভাবে, বাইবেল যখন একদিকে, এই সমস্ত পদের দ্বারা শয়তানের ক্ষমতাপূর্ণ প্রভাবের কথা বলে, ঈশ্বরের রাজ্যে বাধার কথা স্বীকার করে; কিন্তু অন্যদিকে, যে সত্যকে তুলে ধরে, তা হল, শয়তান কিন্তু ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার উপরে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ঈশ্বর তাকে যতদূর পর্যন্ত অনুমতি দেন, সে কেবল ততদূর পর্যন্ত তার প্রভাব খাটাতে পারে; ফলস্বরূপ, শয়তানের বিভিন্ন বাধা থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত ঈশ্বরেরই সার্বভৌম পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বিশ্বাসী আমাদের জীবনেও শয়তানের বিভিন্ন বাধাকে ঈশ্বর অনুমতি দিয়ে থাকেন (২করিন্থিয় ১২:৭-৯, ইয়োবের পুস্তক), কিন্তু তার দ্বারা যে সে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বানচাল করতে পারে, তা নয়। এখন, আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে, পৌল ও তার সঙ্গীদের থিষলনীকীতে আসার পথে শয়তানের দ্বারা বাধাদানকে অনুমতি দিয়ে ঈশ্বরের কোন্ পরিকল্পনা সাধিত হয়েছিল? একথা সত্য যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের পরিকল্পনার বিষয়, তিনি নিজে যদি তাঁর বাক্যে প্রকাশ না করেন, তা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা কখনও জানা সম্ভব নয়। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা সকলের সত্য মূল্যায়ন দ্বারা আমরা এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পেতে পারি। ধরা যেতে পারে, থিষলনীকীতে পৌলের আগমনকে বাধাদানের দ্বারা, ঈশ্বর সেখানকার বিশ্বাসীদেরকে পৌল নয়, কিন্তু ঈশ্বরে আস্থাবান করেছিলেন; পৌলের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে বিশ্বাসে, সংখ্যায় ও সুসমাচার প্রচারের কাজে বৃদ্ধি দিয়েছিলেন। কেবল তা-ই নয়, পৌল তাদের কাছে না আসতে পারার কারণে, এই যে পত্র লিখতে বাধ্য হয়েছিল, সেই পত্র বিগত ২,০০০ বৎসর ধরে বিশ্বাসী আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে ও তা পালন করতে উৎসাহ ও শক্তি যুগিয়ে চলেছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা যেন আমাদের বিশ্বাস-জীবন যাপনে শয়তানের বাধাকে সর্বদা নেতিবাচক অর্থে চিন্তা না করি। বিশ্বাসী আমরা শয়তানের ক্ষমতাকে ভয় করি না, কিন্তু ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাস করি। ঈশ্বর যদি পৌলের সুসমাচার প্রচারের পরিচর্যায় শয়তানের বাধাকে অনুমতি দিয়ে থাকেন, আমরাও আমাদের বিশ্বাস জীবনে শয়তানের বাধার সম্মুখীন হতেই পারি। তখন যেন আমরা সেই সমস্যার প্রতি নয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। কারণ, তিনিই তার দ্বারা তাঁর পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে বাস্তবায়িত করে চলেছেন। এই কারণেই, মণ্ডলীর ইতিহাসে আমাদের প্রভু বিভিন্ন বিশ্বাসীকে বিভিন্ন সময় সাক্ষ্যমর হতে দিয়েছেন, তার দ্বারা সুসমাচার যে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তা নয়; বরং তার প্রচার ও প্রসার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব, কোনও চেষ্টাই করব না, আর বলব, এটাই প্রভুর ইচ্ছা। পৌল কিন্তু তা বলেনি। সে থিষলনীকীতে যেতে একাধিকবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তাই সে এর মধ্যেও প্রভুর অনন্ত সার্বভৌম পরিকল্পনার পূর্ণতা দেখতে পেয়েছে।

পৌল এই সত্যে বিশ্বাস করত, তাই, পৌল তার পরিচর্যায় শয়তানের বাধাকে দেখে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ক্ষোভ প্রদর্শন করেনি। পরিবর্তে, ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেছে, কারণ তিনি তাঁর নিজের পরিকল্পনা অনুসারে থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে বৃদ্ধিদান করেছেন ও তাদের মাধ্যমে সুসমাচারকে প্রসারিত করেছেন। আর তাই, যীশু খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনকালে পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদেরকে প্রত্যাশা, আনন্দ, শ্লাঘার মুকুট, গৌরব ও আনন্দভূমি জ্ঞান করেছে। ১৯-২০ পদে পৌল লিখেছে, *"কারণ আমাদের প্রত্যাশা, বা আনন্দ, বা শ্লাঘার মুকুট কী? আমাদের প্রভু যীশুর সাক্ষাতে তাঁর আগমনকালে তোমরাই কি নও? বাস্তবিক তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দভূমি।"* চরম তাড়না ও ক্লেশের মধ্যেও থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা তাদের প্রতিমাদের ত্যাগ করে একমাত্র জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বরের প্রতি ফিরেছে (১:৯); কেবল তা-ই নয়, এখন তারা সেই ঈশ্বরের পুত্রের দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছে (১:১০)। পৌল তাদের বিষয় এই সত্য জেনেছে, এবং পৌল নিশ্চিত যে ঈশ্বরের পুত্র যখন দ্বিতীয়বারের জন্য আসবেন, তখন থিষলনীকীর এই সমস্ত বিশ্বাসী তাঁর অনন্ত উপস্থিতি লাভ করবে।

একথা ঠিক যে, পৌল শয়তানের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাদের সঙ্গে এখন মিলিত হতে পারেনি; কিন্তু এতে পৌল দুঃখিত নয়, কারণ পৌল আশাবাদী যে খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনে খ্রীস্টের সঙ্গে পৌল তাদের প্রত্যেকের সাক্ষাৎ পাবে। পৌলের জীবন ও পরিচর্যার অনন্তকাল স্থায়ী ফল হল এই সমস্ত বিশ্বাসী। প্রকাশিত বাক্য ৪:১০-১১ পদানুসারে, দ্বিতীয় আগমনের পর যীশু যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হবেন, তখন *"সমস্ত বিশ্বাসী তাঁর সামনে নিজের নিজের মুকুট নিক্ষেপ করে বলবে, হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য . . .।"* এখানে, এই সময় যে মুকুট নিক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে, পৌলের কথানুসারে, তার সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে যারা যীশুতে বিশ্বাসী হয়েছে, তারাই হল সেই মুকুট। পৌল সর্বদা এই বিশ্বাসে নিজে জীবন যাপন করেছে ও অন্যদের শিক্ষা দিয়েছে যে, বিশ্বাসী যেন সর্বদা খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের আলোকে জীবন যাপন করে (রোমীয় ১৩:১২; ফিলিপীয় ৩:২০; ২তীমথিয় ২:১২; ৪:৮, ১৮; ১করি ১:১-৮)। একথা সত্য যে, বিশ্বাসী আমরা ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে খ্রীস্টের আধ্যাত্মিক উপস্থিতি ভোগ করে চলেছি; কিন্তু খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে আমরা আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির পূর্ণতা লাভ করব। প্রতিটি বিশ্বাসীর কাছে এই প্রত্যাশা অসীম গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রত্যাশা একদিকে যেমন আমাদের খ্রীস্টিয় জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করে, ঠিক তেমনই অন্যদের কাছে সুসমাচার প্রচারেও আমাদেরকে উৎসাহিত করে।

আপনি, আমি যখন যীশুর সামনে দণ্ডায়মান হব, তখন তাঁর সমনে আমরা কী নিয়ে উপস্থিত হব। আমরা কি পৌলের মতো আমাদের শ্লাঘার মুকুট হিসাবে বিশ্বাসীদেরকে দেখতে পাবো? এই পৃথিবীতে কেবল দুটি বিষয় অনন্তকাল স্থায়ী: ঈশ্বরের বাক্য ও প্রভুতে বিশ্বাসী মানুষ। আমাদের অন্তরে কি খ্রীস্টের বাক্য বা ঈশ্বরের বাক্য প্রচুররূপে বাস করে (কলসীয় ৩:১৬)? আমাদের জীবনের দ্বারা কি মানুষেরা তাদের জীবনে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে চলেছে?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com